ঔপনিবেশিক ভারতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কৃষকরা। কৃষক আন্দোলন ছিল বাণিজ্যবাদের উপর ভিত্তি করে **আগ্রাসী ব্রিটিশ অর্থনৈতিক নীতির ফল** । এই নীতির কারণে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ঘটে, যা উৎপাদনের পদ্ধতিকে পরিবর্তন করে এবং ভারতে ঐতিহ্যগত কৃষি সম্পর্ককে ব্যাহত করে। বিভিন্ন ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্ত যা জমিকে একটি ব্যবসায়িক সত্ত্বা করে তুলেছিল, সেইসাথে অর্থকরী ফসলের জন্য বন উজাড় করা ছিল কৃষক আন্দোলনের কারণ যা ছিল জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে সামাজিক অস্থিরতা এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নাগরিক অস্থিরতা।

কৃষক, উপজাতীয় মানুষ এবং এমনকি ছোট জমিদাররা ব্রিটিশ ভারতের প্রায় সমগ্র জনসংখ্যা নিয়ে গঠিত যারা এই অস্থিরতায় অংশ নিয়েছিল। কৃষক আন্দোলনগুলির প্রথমে একটি শক্তিশালী সংগঠন ছিল না, কিন্তু তারা স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে একীভূত হওয়ার সাথে সাথে অনেক রাজনৈতিক দল তাদের দায়িত্ব নেয় এবং তাদের জনপ্রিয়তা অর্জনে সহায়তা করে।

ভারতে কৃষক আন্দোলনের কারণগুলি

ভারতে কৃষক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কারণ ছিল **ব্রিটিশ অর্থনৈতিক নীতি** এবং তার পরিণতি। এই কারণগুলি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে:

- **কৃষির স্থবিরতা:** ঔপনিবেশিক সময়ের কৃষি কাঠামোতে পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় কৃষকদের দারিদ্র্যের কারণ হল:
    - ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক নীতি ,
    - **হস্তশিল্পের** ধ্বংসাবশেষ যার ফলে জমিতে ভিড় হয়,
    - নতুন ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা,
    - ঔপনিবেশিক **প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থা** ।
- **ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্ত এবং তাদের প্রভাব:** ভূমি রাজস্ব সংগ্রহের নিয়মিততা উন্নত করার জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনটি ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল: **জমিদারি, রায়তওয়ারী এবং মহলওয়ারী।**
    - এই সবের মধ্যে, স্থায়ীভাবে বন্দোবস্তকৃত এলাকায় রাজস্বের চাহিদা খুব উচ্চ স্তরে নির্ধারণ করা হয়েছিল, যার ফলে জমিদাররা প্রজাদের কাছ থেকে আরও বেশি অর্থ দাবি করতে বাধ্য হয়েছিল।
    - রায়তওয়ারী এলাকায়, পর্যায়ক্রমিক সংশোধনের ব্যবস্থা ছিল যার ফলে প্রতি কয়েক বছর পর ভাড়া বৃদ্ধি পেত।

- **কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ:** উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাণিজ্যিকীকরণ কৃষির বিকাশ ঘটে এবং জমি একটি বাজারযোগ্য পণ্যে পরিণত হয়।

- **ঋণের চাপ:** করের উচ্চ বোঝা এবং সময়মতো কঠোর আদায়, এমনকি প্রতিকূল সময়েও মওকুফ ছাড়াই, কৃষকদের **মহাজনদের** কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য করে । সময়ের সাথে সাথে, এই ঘৃণার ফলে কৃষকদের জমির নিয়ন্ত্রণ ক্রমবর্ধমান হারানো হয়।

- **জমিদারদের উচ্চ-সুদের হার:** অতিরিক্ত বোঝা চাপা কৃষক স্থানীয় মহাজনের কাছে যান, যারা ধার দেওয়া অর্থের উচ্চ হারে সুদ আদায় করে তাদের শোষণ করত।

- প্রকৃত চাষিদের ক্রমশ অবনমিত করা হয়েছিল প্রজা-ইচ্ছুক, ভাগচাষী এবং ভূমিহীন শ্রমিকের মর্যাদায়।

- **দুর্ভিক্ষ:** দুর্ভিক্ষের পর্যায়ক্রমিক পুনরাবৃত্তি এবং 19 শতকের শেষ দশকগুলিতে ঘটে যাওয়া **অর্থনৈতিক মন্দার** ফলস্বরূপ , গ্রামীণ এলাকার পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে ওঠে, যার ফলে অনেক কৃষক বিদ্রোহ ঘটে।

- **উৎপাদন হ্রাস:** কৃষি উৎপাদনশীলতা হ্রাস, **কৃষি উৎপাদনে** স্থবিরতা , মাথাপিছু খাদ্যের প্রাপ্যতা হ্রাস।

ভারতে কৃষক আন্দোলনের পর্যায়

সময়ের ভিত্তিতে, ভারতে কৃষক আন্দোলনগুলিকে বিস্তৃতভাবে **দুটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে:**

- প্রথম পর্যায়: 1857 সালের আগে কৃষক আন্দোলন

- দ্বিতীয় পর্যায়: 1857 সালের পর কৃষক আন্দোলন

প্রথম পর্যায়: 1857 সালের আগে কৃষক আন্দোলন

- **1857 সালের আগে কৃষক বিদ্রোহের প্রকৃতি:**
    - ব্রিটিশ এবং প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলার প্রতি সহানুভূতিশীল ইতিহাসবিদরা প্রায়শই এই বিদ্রোহগুলিকে **আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হিসাবে দেখেন।**
    - জাতীয়তাবাদীরা নিপীড়িত জনগণের সংগ্রামের অন্যান্য কিছু দিককে উপেক্ষা করে **ঔপনিবেশিক বিরোধী সংগ্রামের** উদ্দেশ্যে কৃষক উপজাতীয় ইতিহাসকে উপযুক্ত করার প্রবণতা দেখায় ।
- **নেতৃত্ব** : এই আন্দোলনগুলির নেতৃত্ব প্রায়শই পুরুষ বা মহিলাদের উপর বর্তিত হত যারা কৃষকদের **সাংস্কৃতিক জগতের** মধ্যে ছিল তাদের নেতৃত্বে। তারা নির্যাতিতদের প্রতিবাদ প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়: 1857 সালের পর কৃষক আন্দোলন

- কৃষকরা কৃষি আন্দোলনে প্রধান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়, সরাসরি তাদের নিজস্ব দাবির জন্য লড়াই করে।
- সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল নির্দিষ্ট এবং সীমিত লক্ষ্য অর্জন এবং নির্দিষ্ট অভিযোগের সমাধান করা।
    - দাবিগুলি প্রায় সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ইস্যুতে কেন্দ্রীভূত ছিল।
- আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল কৃষকের তাৎক্ষণিক শত্রু: **বিদেশী আবাদকারী, দেশীয় জমিদার** এবং **মহাজন** ।

- 20 শতকে কৃষক আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে তার গতিপথ পরিবর্তন করে যখন **ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস** এবং **ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির** মতো জাতীয় দলগুলি তাদের সমস্যাগুলি গ্রহণ করে এবং তাদের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে। এখন কৃষকদের সমস্যা ছিল বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের অংশ।
    - **মহাত্মা গান্ধী** , **সর্দার প্যাটেল** , কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক দল এবং কমিউনিস্টদের মতো বিশিষ্ট নেতারা এই দিকে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

1857 সালের আগে কৃষক আন্দোলন

এই সময়কালে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক বিদ্রোহের প্রধান কারণ ছিল জমিদার বা ভূস্বামীদের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং ভূমি রাজস্বের অতিরিক্ত হার।

কৃষক বিদ্রোহের নাম	বর্ণনা
	- **সাল:** 1763-1800 - **এলাকা:** বাংলা - **মজনুম শাহ** তাদের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। - **সমর্থিত:** ভবানী পাঠক এবং একজন মহিলা, দেবী চৌধুরানী। - **তাৎক্ষণিক কারণ:** ব্রিটিশরা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পবিত্র স্থানে তীর্থযাত্রীদের ভ্রমণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ	- 1770 সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ ভূমিহীন কৃষক, বাস্তুচ্যুত জমিদার, বিচ্ছিন্ন সৈন্য এবং দরিদ্রদের মধ্যে বিদ্রোহের জন্ম দেয়। - তাদের সাথে **সন্ন্যাসী** ও **ফকিররা যোগ দেয়।** -ফকিররা ছিল **বাংলায়** বিচরণকারী মুসলিম ধর্মাচারীদের একটি দল । - **বিদ্রোহের প্রকৃতি:** তারা **ইংরেজ কারখানা** আক্রমণ করে এবং তাদের মালামাল, নগদ অর্থ, অস্ত্র ও গোলাবারুদ দখল করে। - **বই:** বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আধা-ঐতিহাসিক উপন্যাস আনন্দমঠ সন্ন্যাসী বিদ্রোহের উপর ভিত্তি করে। **-এটি ছিল ওয়ারেন হেস্টিংসের** নেতৃত্বে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলিম সন্ন্যাসীদের ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহ ।
নারকেলবেড়িয়া বিদ্রোহ	- **সাল:** 1782-1831 - **এলাকা:** পশ্চিমবঙ্গ - **নেতাঃ** মীর নিথর আলী **(টিটু মীর)** - **বিদ্রোহের কারণ:** মুসলিম ভাড়াটেরা বাড়িওয়ালাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, যারা ফরায়েজি এবং ব্রিটিশ নীলকরদের উপর দাড়ি কর আরোপ করেছিল। - **বিদ্রোহের প্রকৃতি:** সশস্ত্র বিদ্রোহ

পাগল পন্থী	- **সাল:** 1825-1833 -এটি একটি কৃষক আন্দোলন যাকে **পাগল** পন্থী বলা হয় । - **এলাকা:** বাংলা - **নেতা:** করম শাহ ও টিপু শাহ - **বিদ্রোহের কারণ:** পাগল এবং তাদের সহযোগীরা জমিদারদের অত্যাচার ও অযৌক্তিক দাবি থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য জমিদার এবং কোম্পানির বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল । - **ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়া:** টিপু শাহ এবং তার কিছু বিদ্রোহী অনুসারীকে **1833** সালে বন্দী করা হয় এবং বিচার করা হয়। • সরকার খাজনার হার কমানো সহ প্রতিরোধকারী কৃষকদের অনেক দাবি প্রশমিত করেছে। ফলস্বরূপ, আন্দোলনটি বিভক্ত হয়ে যায় এবং এলাকায় **শান্তি ফিরে আসে।**

1857 সালের পর কৃষক বিদ্রোহ

1857 সালের পর, কৃষক প্রতিরোধ আন্দোলনে মধ্যবিত্ত, আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততা বাড়তে থাকে। জাতীয়তাবাদের ধারণা আধুনিক ব্যবস্থায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের আঁকড়ে ধরার সাথে সাথে এই ধারণাগুলি, কোনো না কোনোভাবে, কৃষকদের কাছেও বহন করা হয়েছিল।

বিদ্রোহের নাম	**বর্ণনা**
নীল বিদ্রোহ	- **সাল:** 1859-60 - **এলাকা:** বাংলা - **নেতা:** বিশ্বাস ভাই (**বিষ্ণুচহরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস**) নদীয়ার, মালদার রফিক মণ্ডল এবং পাবনার কাদের মোল্লা। - **বিদ্রোহের কারণ: বাংলার** অনেক অঞ্চলের কৃষকরা **ইউরোপীয় চাষীদের** নীল চাষ করতে অস্বীকার করেছিল যারা কৃষকদের চাষ করতে বাধ্য করেছিল। বাঙালি **বুদ্ধিজীবীরা** বিষয়টি ভারতীয় জনগণের নজরে আনেন। - **বিদ্রোহের প্রকৃতি:** কৃষকরা বর্শা ও তলোয়ার নিয়ে **নীল কারখানা আক্রমণ করে।** • খাজনা দাবি করা আবাদকারীদের মারধর করা হয়। • **এটি বিশেষ করে পাবনা জেলায়** শক্তিশালী ছিল , যেখানে রায়টরা

	• **এটি বিশেষ করে পাবনা জেলায়** শক্তিশালী ছিল , যেখানে রায়টরা **নীল** বপনের ঘোর বিরোধী ছিল । - **ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়া:** সরকার **1869 সালে নীল কমিশন নিযুক্ত করেছিল,** যেটি নীল চাষের কিছু অপব্যবহার দূর করার জন্য কাজ করেছিল। **-1860 সালে দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ** নাটকটি আবাদকারীদের নিপীড়ন এবং কৃষকদের প্রতিবাদ চিত্রিত করেছিল।
দাক্ষিণাত্য দাঙ্গা	- **সাল:** 1875 - **এলাকা:** পুনা, সাতারা এবং আহমেদনগর - **বিদ্রোহের কারণ: দাক্ষিণাত্য দাঙ্গার ভিত্তি ছিল রায়তওয়ারী ব্যবস্থার** বিবর্তনে । কুনবিদের (চাষি বর্ণ) উপর ভ্যানিদের (গ্রামের মহাজনদের) পক্ষ নিয়ে, আদালত এবং নতুন আইন বর্ণের পার্থক্যকে মেরুকরণ করে। • এটি কৃষক থেকে মহাজনদের কাছে জোত হস্তান্তরের বৃদ্ধিকে বোঝায়। • কুনবীরা তাদের খেতাবপত্র এবং বন্ধকী বন্ডগুলি থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য **ভ্যানিদের বিরুদ্ধে উঠেছিল , যেগুলিকে নিপীড়নের হাতিয়ার হিসাবে দেখা হত।**

- **বিদ্রোহের প্রকৃতি:** কৃষকরা, যারা **সাপ্তাহিক বাজারের** জন্য জড়ো হয়েছিল , তারা মহাজনদের উপর আক্রমণ শুরু করেছিল এবং ঋণ চুক্তি ও বন্ড ধ্বংস করেছিল।

- **ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়া:** বিদ্রোহ দমন করার পর, সরকার **1879 সালে ডেকান এগ্রিকালচারিস্ট রিলিফ অ্যাক্ট** পাস করে যাতে মহাজনদের বিরুদ্ধে তাদের সুরক্ষা দেওয়া হয়।

- **সাল:** 1873-1885

- **এলাকা:** পাবনা, বাংলা

- **নেতাঃ** ঈশান চন্দ্র রায়, শম্ভু নাথ পাল, খোদি মোল্লা।

- **বিদ্রোহের কারণ:** কৃষকরা একটি **বিনা খাজনা ইউনিয়ন** সংগঠিত করে এবং জমিদার ও তাদের এজেন্টদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে কারণ অবৈধ সম্পত্তি দখল, খাজনা বৃদ্ধি এবং বলপ্রয়োগের কারণে, বারবার উচ্ছেদ ও হয়রানির আশ্রয় নেওয়া,

    - **1859 সালের আইনটি** রায়টদের উচ্ছেদ থেকে অনাক্রম্যতা প্রদান করে। জমিদারদের প্রজাদের সদ্য অর্জিত দখলদারিত্বের অধিকার খর্ব করার এবং জোরপূর্বক লিখিত চুক্তির মাধ্যমে তাদের ইচ্ছামত ভাড়াটে রূপান্তর করার

প্রচেষ্টার ফলে হয়রানি ও নৃশংসতা দেখা দেয় যা কৃষকরা তীব্রভাবে বিরোধিতা করেছিল।

- **কৃষি লীগ (1873), পাবনার ইউসুফশাহী পরগণার** কৃষকদের দ্বারা সংগঠিত , যা মামলার খরচ কমানোর জন্য তহবিল সংগ্রহ করে, গণসভা করে।

- **ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়া:** সরকারের **সশস্ত্র হস্তক্ষেপের** পরই এই কৃষক আন্দোলন দমন করা হয়েছিল । পরে কৃষকদের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে একটি **তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করা হয়, যার ফলে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়।**

- **সাল:** 1917-1918

- **এলাকা:** চম্পারণ, বিহার

- **নেতা: মহাত্মা গান্ধী , জেবি কৃপালানি, বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ এবং বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ** দ্বারা সহায়তা ।

- **বিদ্রোহের কারণ:** প্রজা কৃষকদের ব্রিটিশ চাষিরা তাদের **এক বিঘার তিন-বিঘা অংশে নীল চাষ করতে বাধ্য করেছিল; এটি 'তিন কাঠিয়া' পদ্ধতি** নামে পরিচিত ছিল ।

  - লোকসান দরিদ্র কৃষকদের হস্তান্তর করা হয়েছিল, অথবা তারা জমির জন্য উচ্চ খাজনা দিয়ে নীল চাষ ছেড়ে দিতে পারে।

	- **বিদ্রোহের প্রকৃতি:** গান্ধীজির শান্তিপূর্ণ **সত্যাগ্রহ এবং আইন অমান্যের পদ্ধতি।** - **ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়া: সরকারকে নীরব হতে হয়েছিল এবং গান্ধীজিকে আলোচনার জন্য ডেকেছিল এবং নীল চাষীদের** দুর্দশার বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য তাকে কমিটির সদস্য করা হয়েছিল। • কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কিশোর কাঠিয়া প্রথা বিলুপ্ত করা হয় ।
খেদা সত্যাগ্রহ	- **সাল:** 1918 - **এলাকা:** খেদা, গুজরাট - **নেতা:** মহাত্মা গান্ধী - **বিদ্রোহের কারণ:** আন্দোলনের তাৎক্ষণিক পটভূমি ছিল 1917-18 সালে একটি খারাপ ফসল, যা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধির সাথে মিলে যায়। • কৃষকরা তাদের কষ্ট লাঘবের জন্য **বছরের জন্য রাজস্ব মওকুফের দাবি করেছিল, কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকার** তাদের উদ্বেগ উপেক্ষা করেছিল। • কৃষকদের দাবির বিষয়ে সরকারের কাছ থেকে কোনো আশ্বাস না পেয়ে, গান্ধী **গুজরাট সভার**

সত্যাগ্রহ	**একটি সভায় সত্যাগ্রহ** করার সিদ্ধান্ত নেন। - **বিদ্রোহের প্রকৃতি: প্যাসিভ প্রতিরোধের জন্য গান্ধীর** আবেদনকে অমান্য করে কিছু এলাকায় সহিংসতার প্রতিবেদন । - **ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়া: মোহনলাল কামেশ্বর পান্ড্য** এবং অন্যান্য স্থানীয় নেতাদের সরকারকে অস্বীকার করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। • সরকার তার স্থানীয় কর্মকর্তাদের রাজস্ব সংগ্রহে সংযত থাকার এবং জমি বাজেয়াপ্ত না করার নির্দেশ দেয় কারণ তারা ব্রিটিশ যুদ্ধের প্রচেষ্টায় ভারতীয় সমর্থন চায়।
	- **সাল:** 1921 - **এলাকা:** আওধ, উত্তরপ্রদেশ - **নেতাঃ মাদারী পাসি** • উত্তরপ্রদেশের বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন ফিজি-প্রত্যাবর্তনকৃত শ্রমিক বাবা রামচন্দ্র। - **বিদ্রোহের কারণ:** স্প্যানিশ ফ্লু, ছয় বছরের খরা, মূল্যবৃদ্ধি এবং খাদ্য, শস্য ও জ্বালানির ঘাটতি। • রেকর্ডকৃত ভাড়ার চেয়ে **বেশি ধার্য করা ,**

একা আন্দোলন	• **খাজনার রসিদ** বিতরণ না করা , অতিরিক্ত ও **স্বেচ্ছাচারী কর** আরোপ করা , • **শস্য ভাড়া নগদ ভাড়ার** চেয়ে বেশি প্রচলিত , • **নজরানা অনুশীলন** (সেবা হিসাবে অগ্রিম অতিরিক্ত অর্থ প্রদান), হরি, বেগারি (বলপূর্বক শ্রম), • ঠেকেদার ও করিন্দাদের মতো মধ্যস্বত্বভোগীদের **দুর্নীতি ।** - **বিদ্রোহের প্রকৃতি: কংগ্রেস এবং খিলাফত** প্রচারকদের সম্পৃক্ততার কারণে , আন্দোলনটি প্রাথমিকভাবে শান্তিপূর্ণ ছিল এবং গান্ধীবাদী আদর্শের কাঠামোর মধ্যে কাজ করেছিল। • **সামাজিক বয়কট** (ঝাড়ুদার, নাপিত ও ধোপা), পিকেটিং এবং তাদের দাবি আদায়ের জন্য গণ সমাবেশ করা। • যাইহোক, আন্দোলনটি আরও **জঙ্গী** হয়ে উঠলে এবং তালুকদার ও **জমিদার সহিংসতাকে আক্রমণাত্মকভাবে প্রতিহত করতে শুরু করলে,** কংগ্রেস ও **খিলাফত নেতারা এটি থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নেয় এবং এই কৃষক আন্দোলন কংগ্রেস-খিলাফত প্রভাব** থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয় ।

- **সাল:** 1921

- **এলাকা:** মালাবার অঞ্চল, কেরালা

- **বিদ্রোহের কারণ: নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণ** জমিদাররা **মাপিলা প্রজাদের** শোষণ করেছিল । এই বিদ্রোহ **সরকার বিরোধী, জমিদার বিরোধী** বিষয় হিসাবে শুরু হয়েছিল কিন্তু **সাম্প্রদায়িক** রং ধারণ করেছিল।

- ঊনবিংশ শতাব্দীতে **ব্রিটিশ সরকার** কর্তৃক প্রণীত নতুন ভূমি আইনগুলি জমির মালিকদের দিয়েছে, যাদের অধিকাংশই ছিল **উচ্চবর্ণের হিন্দু , জমির একমাত্র আইনি মালিকানা।** মোপলারা তাদের আনুষ্ঠানিক বা **প্রথাগত অধিকার** থেকে বঞ্চিত ছিল , যা তারা দীর্ঘদিন ধরে ধরে রেখেছিল।

-1920 সালে মঞ্জেরিতে, মালাবার **জেলা কংগ্রেস কমিটি** ভাড়াটেদের পক্ষে সমর্থন করেছিল এবং **বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে সম্পর্ক** নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়নের দাবি করেছিল ।

- **বিদ্রোহের প্রকৃতি:** বিদ্রোহের ফলে প্রায় 10,000 মানুষের মৃত্যু হয়েছিল বলে জানা গেছে। অনেক হিন্দুকে জোর করে **ইসলাম ধর্মে** ধর্মান্তরিত করা হয় ।

- একটি ঘটনায়, মোপলা বন্দীদের একটি বন্ধ রেলওয়ে ওয়াগনে **পোদানুর কেন্দ্রীয় কারাগারে**

নিয়ে যাওয়ার সময় শ্বাসরোধে মৃত্যু হয়। ঘটনাটি "ওয়াগন ট্র্যাজেডি" নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত।

- **ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়া:** বিদ্রোহ বেশ কয়েক মাস স্থায়ী হয়েছিল, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে এটি বন্ধ করতে সামরিক আইন জারি করতে বাধ্য করেছিল। তারা বিদ্রোহ দমন করার জন্য মালাবার স্পেশাল পুলিশ নামে একটি নতুন পুলিশ ইউনিটও প্রতিষ্ঠা করে।

- **সাল:** 1928

- **এলাকা:** গুজরাট

- **নেতা:** বল্লভভাই প্যাটেল

- **বিদ্রোহের কারণ:** দুর্ভিক্ষ এবং বন্যার পটভূমিতে **বোম্বে প্রেসিডেন্সির** 22% কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ।

- **কৃষকদের দাবি:** হয় সরকার নতুন করে মূল্যায়নের জন্য একটি স্বাধীন ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ করবে, নয়তো পূর্বের অর্থকে সম্পূর্ণ অর্থপ্রদান হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

- **জনসাধারণকে একত্রিত করার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি: বারদোলী সত্যাগ্রহ পত্রিকা** সত্যাগ্রহের সময় প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রিকা ছিল।

  - ব্যবহৃত অন্যান্য পদ্ধতিগুলি হল ভজন মন্ডলী, পবিত্র ছবি এবং **'ভুবাস'** (আদিবাসীদের সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত)।

- ব্যবহৃত অন্যান্য পদ্ধতিগুলি হল ভজন মন্ডলী, পবিত্র ছবি এবং **'ভুবাস'** (আদিবাসীদের সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত)।

- এই সময়ে, **বল্লভভাই প্যাটেল** , যিনি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের দ্বারা " **সর্দার** " উপাধি দেওয়া হয়েছিল , তিনি একজন জাতীয় নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন।

- **ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়া: সত্যাগ্রহীদের** চাপে , সরকার 1928 সালের জুনের মধ্যে বাষ্প ফুরিয়ে যেতে শুরু করেছিল। **গভর্নর কাউন্সিলের** একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য **চুন্নিলাল মেহতার মধ্যস্থতায় কৃষকদের সাথে একটি সমঝোতা হয়েছিল।**

- তিনি **5.7% বৃদ্ধির** প্রস্তাব করেছিলেন , এবং প্রশাসনের দ্বারা বাজেয়াপ্ত করা জমি এই কর প্রদানের পরে ফেরত দেওয়া হবে।

- এরই মধ্যে যারা কৃষকদের সমর্থনে সরকারি চাকরি থেকে পদত্যাগ করেছেন তাদের পুনর্বহাল করা হবে।

- **সাল:** 1936

- **ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (আইএনসি) লখনউ অধিবেশনে গঠিত**

- **প্রতিষ্ঠাতা: স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী**

সর্বভারতীয় কিষাণ সভা	- **সাল:** 1936 - **ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (আইএনসি) লখনউ অধিবেশনে গঠিত** - **প্রতিষ্ঠাতা: স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী** - **সর্বভারতীয় কিষাণ সভা গঠন:** বিহারে, স্বামী সহজানন্দ ভাড়াটেদের দখলের অধিকার রক্ষার জন্য একটি আন্দোলন শুরু করেন এবং **1929 সালে বিহার প্রাদেশিক কিষান সভা গঠন করেন।** • অন্ধ্রে, **এনজি রাঙ্গাও** কৃষকদের একত্রিত করেন এবং একটি **কিষাণ সভা** গঠন করেন । কিষাণ সভা আন্দোলন দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে এবং এটি **জমিদারি বিলুপ্তির দাবি উত্থাপন করে।** • **1936 সালে লখনউতে কংগ্রেস অধিবেশনে** , সর্বভারতীয় **কিষাণ সভা** গঠিত হয়, যার প্রথম সভাপতি ছিলেন সহজানন্দ। - **ইশতেহার:** এটি কিষাণ ইশতেহার জারি করেছিল, যা সমস্ত প্রজাদের জন্য জমিদারি এবং দখলের অধিকার বিলুপ্ত করার আহ্বান জানিয়েছিল। - **1937 সালের নির্বাচনের পর:** কংগ্রেস মন্ত্রকগুলি কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল: • এটি দ্বারা শাসিত সমস্ত প্রদেশে সুদের হার নির্ধারণ করে **ঋণের**

	সুদের হার নির্ধারণ করে **ঋণের বোঝা কমানো , ভাড়া বৃদ্ধি চেক করা হয়েছে,** • ইউপিতে, চাষীদের দখলদার ভাড়াটে মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। বিহারে, বখাস্ত জমি আংশিকভাবে প্রজাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল; মহারাষ্ট্রে , জমিদারদের খোতি ভাড়াটেদের কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছিল। • বনভূমিতে চারণ ফি বিলুপ্ত করা হয়।
তেভাগা আন্দোলন	- **সাল:** 1946-47 - **এলাকা:** বাংলা - **সংগঠিত: বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার** কমিউনিস্ট ক্যাডাররা । - **দাবি** : এটি ছিল ভাগচাষীদের আন্দোলন যা **জমির উৎপাদিত ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ নিজেদের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ জমির মালিকদের জন্য দাবি করেছিল।** • তেভাগার আক্ষরিক অর্থ হল ফসলের 'তিন ভাগ'। ঐতিহ্যগতভাবে, ভাগচাষিরা তাদের প্রজাস্বত্ব ধারণ করত পণ্যের পঞ্চাশ-পঞ্চাশের ভিত্তিতে। ভাগচাষীদেরকে বর্গাদার, আধিয়ার ইত্যাদি বলা হতো।

- বর্গা কৃষকদের তাদের নেতৃত্বে জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করা হয়েছিল।

- প্রজারা যারা জমিদারি প্রথাকে প্রতিহত করছিল তারা তাদের প্রচারণায় একটি নতুন স্লোগান যোগ করেছিল: **জমিদারি প্রথার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি।**

- **ফলাফল:** আনুমানিক 40% ভাগচাষী কৃষকরা স্বেচ্ছায় জমির মালিকদের দ্বারা প্রদত্ত **তেভাগা অধিকার পেয়েছে, অন্যায্য ও অবৈধ আদায় বাতিল বা হ্রাস** । তবে পূর্ববঙ্গের জেলাগুলোতে আন্দোলনের সাফল্য সীমিত ছিল।

- **সাল** : 1946-1952

- **এলাকা** : অন্ধ্রপ্রদেশ

- স্থানীয় জমিদার (জায়গিরদার এবং দেশমুখ, স্থানীয়ভাবে ডোরা নামে পরিচিত) দ্বারা সংঘটিত নিপীড়নমূলক জমিদারিবাদের **বিরুদ্ধে , যা নিজাম পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।**

- **কারণ** : নিজাম শাসনের অস্বাস্থ্যকর অর্থনৈতিক নীতির কারণে কৃষকদের উচ্চ কর দিতে বাধ্য করা হয়েছিল, এবং কর পরিশোধ না করার ক্ষেত্রে, তাদের জোরপূর্বক শ্রম (**ভেটি**) করা হয়েছিল এবং এমনকি তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

তেলেঙ্গানা আন্দোলন	- **বিদ্রোহের প্রকৃতি:** • **ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস , অন্ধ্র জনসংগম** , এবং **অন্ধ্র মহাসভা** (এএমএস) তেলেঙ্গানার দরিদ্র কৃষকদের ইস্যু তুলেছে। জায়গীরদারদের অধীনে কর্মরত কৃষকদের সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য 1940 সালে **জায়গীর রায়তু সংঘ গঠিত হয়েছিল।** • **পরে, ভূস্বামী এবং রাজাকার উভয়ের বিরুদ্ধে গেরিলা ধাঁচের সশস্ত্র সংগ্রাম গৃহীত হয়, যার জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি** নেতৃত্বের দ্বারা অস্ত্র সরবরাহ করা হয়। - **ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়া:** ভেট্টি বিলুপ্ত করা হয়েছিল, জমি বিতরণ করা হয়েছিল, ঋণ নিষ্পত্তি করা হয়েছিল ইত্যাদি।